২০১৭-১৮ অর্থবছরের বাজেট ও কৃষি বরাদ্দের উপর কৃষক সংগঠনসমূহের প্রতিক্রিয়া

জলবায়ু অভিঘাত মোকাবেলায় সক্ষমতা অর্জনে জাতীয় বাজেটে কৃষির জন্য কার্যকর বরাদ্দ অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে

কৃষিতে অপ্রতুল বরাদ্দ, সরকারের ভবিষ্যৎ দিক নির্দেশনাহীন পরিকল্পনার প্রতিফলন ও খাদ্য নিরাপত্তার জন্য আত্মঘাতি

বেশ কয়েকটি সুনির্দিষ্ট কারণে মাননীয় অর্থমন্ত্রী তাঁর ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের প্রস্তাবিত বাজেট বক্তব্যের জন্য কৃষক সমাজের পক্ষ থেকে সাধুবাদ পেতে পারেন! সবচাইতে বড় কারণ, তিনি সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন যে, বাংলাদেশের অর্থনীতি কৃষির উপর নির্ভরশীল। তিনি স্বীকার করেছেন যে, নানা কারণে কৃষির প্রবৃদ্ধি মন্থর হয়ে গেছে। অর্থাৎ কৃষির জন্য তার সহানুভূতি প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু কৃষির জন্য দেওয়া বরাদ্দ ও পরিকল্পনা দেখে কৃষক সমাজের হতাশই হতে হয়। কারণ, বাজেটের আকার গত বছরের তুলনায় প্রায় ৩০ শতাংশ বাড়লেও, কৃষির জন্য করাদ্দ আনুপাতিক হারে না বাড়িয়ে বরং তিনি তা কমিয়ে দিয়েছেন।

হাওর এলাকার সাম্প্রতিক বন্যার প্রকোপ দেশের কৃষি খাতে অন্যতম আলোচিত একটি বিষয়। মাননীয় অর্থমন্ত্রী এই দিকে দৃষ্টি দিয়েছেন। এ জন্যও তাঁর প্রশংসা করতে হয়। হাওর এলাকার ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের জন্য তিনি বিশেষ সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি গ্রহণ করার কথা ঘোষণা করেছেন। ক্ষতিগ্রস্ত দুঃস্থ ৩ লাখ ৩০ হাজার পরিবারকে প্রতি মাসে ৩০ কেজি করে চাল দেওয়ার পাশাপাশি ৫৭ কোটি টাকার নগদ সহায়তা দেওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। এমপ্লয়মেন্ট জেনারেশন ফর দি পুউরেস্ট কর্মসূচির আওতায় আরও ৮২ কোটি ৭ লাখ টাকা বরাদ্দ করার কথাও বলা হয়েছে। এছাড়াও কৃষি পণ্য রপ্তানিতে ৩০% নগদ প্রণোদনা, বেশ কিছু কৃষি পণ্যকে ভ্যাটের আওতার বাইরে রাখার ঘোষণা, সেচ যন্ত্রের বিদ্যুৎ বিলে বিশেষ ছাড় প্রশংসীয় উদ্যোগ।

কিন্তু কৃষি ও কৃষকের বর্তমান সংকট এবং ভবিষ্যৎ আশংকা বা ঝুঁকি নিরসন করে দেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করা বা খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে প্রস্তাবিত বাজেট কতটুকু যথার্থ? কৃষির প্রতি সরকারের সহানুভূতি কি বাজেট বরাদ্দের প্রতিফলিত হয়েছে? এর এক কথায় উত্তর, না!

বাজেট বক্তৃতায় বলা হয়েছে যে, দেশের ৪৫ ভাগ মানুষ জীবিকার জন্য কৃষির উপর নির্ভর করে। অথচ সেই কৃষিতে (কৃষি মন্ত্রণালয়ের জন্য) বরাদ্দ মোট বাজেটের মাত্র ৩.৪%! মোট বাজেটে যেমন কৃষি মন্ত্রণালয়ের জন্য বরাদ্দ কমছে, এর জন্য বরাদ্দ কমছে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতেও।

নিচের গ্রাফ থেকে স্পষ্টভাবেই দেখা যায় যে, মোট বাজেটে

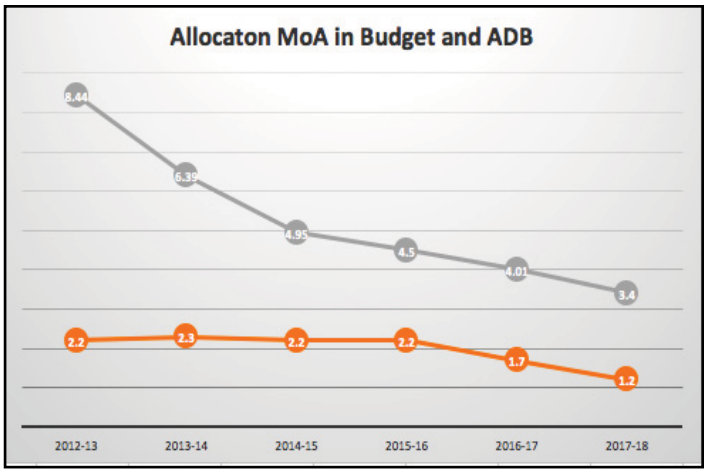

আনুপাতিক হারে কৃষি মন্ত্রণালয়ের জন্য বাজেট বরাদ্দ প্রতি বছর নিয়মিত কমছে। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দের হার কিছুদিন এক রকম থাকলেও, তাও এখন কমছে নিয়মিত। লেখচিত্রে দেখা যাচ্ছে যে, ২০১২-১৩ অর্থ বছরে কৃষি মন্ত্রণালয়ের জন্য বরাদ্দ ছিল মোট বাজেটের ৮.৪৪%, আর বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির ২.২% ছিল এই মন্ত্রণালয়টির জন্য। ২০১৭-১৮ তে বাজেটের মাত্র ৩.১২% বরাদ্দ রাখা হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ এই মন্ত্রণালয়টির জন্য, অন্যদিকে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে কৃষির জন্য বরাদ্দ মাত্র ১.২%।

২০১৬-১৭ অর্থ বছরের জন্য বাজেটে কৃষি মন্ত্রণালয়ের জন্য মোট বরাদ্দ ছিল ১৩,৬৭৫ কোটি টাকা, সংশোধিত বাজেটে যা করা হয়েছে ১৩,৩৭৬। ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের জন্য কৃষি মন্ত্রণালয়ের জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে ১৩,৬০০ কোটি টাকা, অর্থাৎ গত মূল বাজেটের চেয়ে এবার প্রস্তাব করা হচ্ছে আরও কম। যেখানে বাজেট বরাদ্দ বাড়ানোর দাবিই ছিল যৌক্তিক। ২০১৭-১৮ সালের প্রস্তাবিত বাজেটের আকার ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের তুলনায় বেড়েছে প্রায় ৩০%, অথচ কৃষির জন্য বরাদ্দ গত অর্থ বছরের তুলনায় কমানো হয়েছে ০.৮১%! ২০১৬-১৭ অর্থবছরে কৃষিখাতে বরাদ্দ ছিল মোট বাজেটের ৪.০১%, অথচ আগামী অর্থ বছরের জন্য এখাতে বরাদ্দ মাত্র ৩.৪%।

অর্থ বরাদ্দের এই হিসাব কৃষির প্রতি সরকারের সহানুভূতির ঠিক প্রতিফলন দেখায় না।

ভারতের ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের জন্য ঘোষিত ইউনিয়ন বাজেট বা

কৃষককে ১ টাকা ভর্তুকি দিলে কৃষক ১৫ টাকা ফেরত দিতে পারেন!

জাতীয় বাজেট বাংলাদেশের জন্য শিক্ষণীয় হতে পারে। দেশটিতে **২০১৬-১৭ অর্থ বছরের তুলনায় ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে কৃষি ও পল্লী উন্নয়নর জন্য বাজেট বৃদ্ধি করা হয়েছে প্রায় ২৫%!** কৃষি ঋণ বিতরণের লক্ষমাত্রা বাড়ানো হয়েছে ১ ট্রিলিয়ন রুপি, শস্য বীমার জন্য বরাদ্দ বাড়ানো হয়েছে প্রায় ৪০০০ কোটি রুপি। এই অর্থ বছরে দেশটির ৪০% শস্য এলাকা এবং এর পরের বছর ৫০% এলাকাকে শস্য বীমার আওতায় আনার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

প্রতিবেশী এই দেশটির কৃষির জন্য এ ধরনের বরাদ্দ বা উদ্যোগ প্রশংসনীয়। বাংলাদেশেও জাতীয় বাজেটে এই ধরনের উদ্যোগ আমরা আশা করি।

কৃষির ভর্তুকি নিয়ে এবার বলা চলে এক ধরনের শুভঙ্করের ফাঁকি দেওয়া হচ্ছে। কৃষিতে ভর্তুকি সরাসরি কমিয়ে ফেললে হয়ত সমালোচনা হতো, অর্থমন্ত্রী তাই ভর্তুকি ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের মতোই ৯০০০ কোটি টাকা রেখেছেন। ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের জন্য মূল বাজেটে ৯০০০ কোটি টাকা রাখা হলেও, সংশোধিত বাজেটে তা কমিয়ে ৬০০০ কোটি টাকা করা হয়েছে। তার মানে ৩০০০ কোটি টাকা কম খরচ করা হয়েছে বা কম বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে কৃষিতে ৯ হাজার কোটি টাকা ভর্তুকি বরাদ্দের প্রস্তাব করা হলেও সংশোধিত বাজেটে তা ৭০০০ কোটি করা হয়। আশংকা করা হচ্ছে ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের জন্য যে ৯০০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে, তাও হয়ত যথার্থভাবে ব্যবহার করা হবে না। কৃষির জন্য এই ভর্তুকিকে বিনিয়োগ হিসেবে চিহ্নিত করতে হবে। কারণ, কৃষককে ১ টাকা ভর্তুকি দিলে কৃষক ১৫ টাকা ফেরত দিতে পারেন। দেশের অনেক খাত আছে যেখানে ভর্তুকি দিলে তার বিনিময়ে কিছুই পাওয়া যায় না। ব্যাংকগুলোর ব্যর্থতায় বা অব্যবস্থাপনার কারণে সরকারকে ব্যাপক পরিমাণ অর্থ যোগান দিতে হচ্ছে, নানাভাবে পাচার হয়ে যাচ্ছে দেশের সাধারণ মানুষের অর্থ, দেশের এক বছরের লুটপাট বা পাচারকৃত অর্থ দিয়ে অনেক বছরের কৃষি ভর্তুকি মেটানো সম্ভব।

কৃষির জন্য বরাদ্দ করার সময় আন্তর্জাতিক নানা পরিস্থিতি ও চক্রান্তের বিষয়গুলো বিবেচনায় নেওয়া উচিৎ ছিল। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার অন্যান্য সদস্য, বিশেষ করে উন্নত দেশের কৃষি এবং বাংলাদেশের কৃষির বাস্তবতা এক নয়। উন্নত দেশগুলো ইতিমধ্যে দীর্ঘদিন কৃষিতে বিরাট আকারের কৃষি ভর্তুকি দিয়ে তাদের কৃষকদের দক্ষতা উন্নয়ন ঘটিয়েছে, কৃষকের সক্ষমতা বেড়েছে, তাদের বাজার ব্যবস্থার কারণে কৃষকরা প্রতিষ্ঠিত। বাংলাদেশে এই অবস্থা সম্পূর্ণ বিপরীত। তাই উন্নত একটি দেশে ভর্তুকি বন্ধ করা আর বাংলাদেশে ভর্তুকি বন্ধ করা এক নয়। বিশ্ব ব্যাংক, আইএমএফ এবং ধনী দেশগুলোর চাপে বাংলাদেশ কৃষিতে ভর্তুকি প্রত্যাহার করছে। কিন্তু শিল্পোন্নত দেশগুলো কৃষিতে ব্যাপক পরিমাণ ভর্তুকি ও সহায়তা দিয়ে যখন তারা শিল্পোন্নত হয়েছে, তখনই ভর্তুকি কমানোর দাবি তুলছে। কারণ তারা ভর্তুকি ও সহায়তা দিয়ে তাদের নিজ নিজ দেশে কৃষি ভিত্তিক শিল্প গড়ে তুলেছে। এখন তাদের প্রয়োজন সেই শিল্পের বাজার। তারা কোনভাবেই চায় না স্বল্পোন্নত দেশগুলো কৃষিতে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে যাক, এতে করে তাদের বাজার বন্ধ হয়ে যাবে। যেহেতু তৃতীয় বিশ্বের দেশসমূহ প্রযুক্তিগতভাবে দুর্বল এবং এখনো কৃষি পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণের ব্যাপক প্রযুক্তি ও সফলতা নেই, সেহেতু কৃষি কাঁচামালই আমাদের বিক্রি করতে হবে। উন্নত দেশগুলো তাই চায়।

কৃষক যেন ন্যায্যমূল্য পায় এই জন্য অর্থমন্ত্রী চাল আমদানির ক্ষেত্রে আরোপিত শুল্ক অব্যাহত রাখার কথা বলেছেন। কিন্তু কৃষকের কাছে তো চাল থকে না! কৃষক তার কাছে ধান আসার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বিক্রি করে দেন। মধ্যস্বত্বভোগীরা সেই ধান কিনে চাল বানিয়ে বিক্রি করে মুনাফা লুটে। সরকার তাই চাল কেনা কর্মসূচি চালালে তার সুফল কৃষকের কাছে খুব একটা যায় না। চাল সংগ্রহ বা ধান সংগ্রহও এমন সময়ে শুরু করা হয়, যখন এগুলো প্রকৃত কৃষকের হাত থেকে চলে যায়।

বিভিন্ন সূত্রে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী গত বছর একমণ ধান উৎপাদনে কৃষকের খরচ হয়েছে প্রায় ৬০০-৮০০ টাকা, সেখানে কৃষক এর জন্য দাম পেয়েছেন ৩০০-৫০০ টাকা। ফলে ধান উৎপাদনে অন্তত কৃষক ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। আমরা মনে করি, কৃষক বাঁচাতে এবং কৃষি প্যণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করতে "জাতীয় কৃষি পণ্য মূল্য কমিশন" গঠন করতে হবে। এই মূল্য কমিশন কৃষিপণ্যের মূল্য নির্ধারণে কাজ করবে এবং সরকারি ও বেসরকারি কৃষি পণ্য ক্রয়পদ্ধতিতে সংস্কার আনবে। বিগত কয়েক বছর ধরে ন্যায্য মূল্য কমিশন গঠনের দাবি থাকলেও এই বিষয়ে সরকারের এখনও কোনও ইতিবাচক উদ্যোগ নেই।

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বিপদগ্রস্ত দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ বিশ্বে শীর্ষস্থানীয় দেশ। তাই জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব থেকে কৃষিকে বাঁচাতে কী উদ্যোগ নেওয়া হবে তার সুনির্দিষ্ট কৌশল থাকা উচিৎ জাতীয় বাজেটে। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে অতি বৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, ঘন ঘন ঝড়, লবণাক্ততা বেড়ে যাওয়া, আকস্মিক বন্যা এবং এর ফলে জলবাদ্ধতা, প্রকৃতির অস্বাভাবিক আচরণ ইত্যাদি নানা কারণে আমাদের স্বাভাবিক চাষাবাদ ব্যহত হচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তনের বাস্তবতাকে মেনে নিয়েই আমাদের কৃষি ব্যবস্থাকে সাজাতে হবে। কৃষককে এই পরিবর্তন মোকাবেলায় সক্ষম করে তুলতে হবে। এই জন্য কৃষককে প্রশিক্ষণ, উপকরণগত সহায়তার জন্য সুনির্দিষ্ট বরাদ্দ থাকতে হবে বাজেটে। প্রস্তাবি বাজেটে এরকম কিছু নেই।

বাজেট বক্তৃতায় কৃষির উন্নয়নে উন্নত মানের বীজ সরবরাহের কথা বলা হয়েছে। খাদ্য নিরাপত্তার অন্যতম শর্ত হলো বীজের ক্ষেত্রে সার্বভৌমত্ব অর্জন। উচ্চ ফলনের নামে আমাদের কৃষিতে বেশ কিছু বিতর্কিত প্রযুক্তি ঢুকে পড়েছে। উন্নত মানের বীজ বলতে যদি বোঝানো হয় উন্নত মানের দেশীয় বীজ, অথবা সরকারি উদ্যোগে উৎপাদিত বিদেশি বীজ, তাহলে সেটা কৃষির জন্য ভাল। বিএডিসিকে এ দায়িত্ব দিতে হবে। উন্নত মানের বীজ সরবরাহের নামে এ খাতটি বেসরকারি কোম্পানির হাতে ছেড়ে দেওয়া আত্মঘাতী। কারণ, তা শুধু বীজের মূল্যই বাড়াবে না, দেশের পুরো কৃষি ব্যবস্থাকে জিম্মি করে

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রতি মাসে তার প্রতিটি কৃষককে ৩ লাখ টাকা করে ভর্তুকি দিয়ে এসেছে, ইউরোপে একজন কৃষক প্রতিদিন প্রায় ৪৮০ টাকা করে ভর্তুকি পায়। গত দুই বছর ধরে বাংলাদেশের একটি কৃষি পরিবার বার্ষিক বরাদ্দ পেয়েছে মাত্র ৭২০০ টাকার মতো!

ঐ কোম্পানিগুলোকে মুনাফা লুটে নেওয়ার সুযোগ করে দেবে। বীজ সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠায় বীজের উপর কৃষকের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে হবে, শক্তিশালী করতে হবে বিএডিসি'র মতো সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোকে। কিন্তু বাজেট বক্তৃতায় বীজ সরবরাহের উপর গুরুত্ব দেওয়া হলেও বিএডিসির জন্য বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ দেখে এই ক্ষেত্রে বিশেষ কোনও কর্মসূচি নেওয়া হবে বলে মনে হয় না। বীজ উৎপাদন এবং সরবরাহের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখা এই প্রতিষ্ঠানের জন্য ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে বরাদ্দ ছিল ৪২৩ কোটি ৭৯ লাখ টাকা (প্রায়), ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে ৪০৮ কোটি ৯৩ লাখ টাকা (প্রায়)। অর্থাৎ অর্থ বরাদ্দের এই চিত্র বলে দেয় যে, সংস্থাটি দিয়ে বিশেষ কোনও বড় কর্মসূচির পরিকল্পনা আপাতত নেই সরকারের।

বাজেট বক্তৃতায় জলবায়ু সহিষ্ণু কৃষির কথা বলা হয়েছে। ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে দেশে দুর্যোগ প্রতিরোধে নানা উদ্যোগের কথা বলেছেন অর্থমন্ত্রী। উপকূলীয় কৃষি জমি রক্ষা বা নদী ভাঙ্গন থেকে থেকে কৃষি জমি রক্ষার বিষয়ে সুনির্দিষ্ট অর্থ বরাদ্দের পাশাপাশি সেই বরাদ্দের যথার্থ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। পানি উন্নয়ন বোর্ডের কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে।

নানা কারণে দেশ যে কৃষি জমি হারাচ্ছে, বাজেট বক্তৃতায় সেটা উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু এই বিষয়েও সুনির্দিষ্ট দিক নির্দেশনা প্রয়োজন, যা বাজেটে নেই।

আমরা মনে করি, বাজেটে নিচের বিষয়গুলো অবশ্যই বিবেচনা করা উচিৎ ছিল:

১. বাজেটের আকারের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে কৃষির জন্য বরাদ্দ বাড়াতে হবে। জলবায়ু পরিবর্তন, কৃষিতে বৈশ্বিক প্রতিযোগিতা ইত্যাদি বিষয় বিবেচনায় রেখে এটা কমপক্ষে জাতীয় বাজেটের ১৫-২০% হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে।

২. বাজেটে কৃষির জন্য ভর্তুকি বাড়াতে হবে, ভর্তুকির কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে অর্থাৎ প্রান্তিক কৃষকরা কিভাবে সরাসরি ভর্তুকি সুবিধা পেতে পারে তার নীতি গ্রহণ করতে হবে।

৩. কৃষি পণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করতে মূল্য কমিশন গঠন করতে হবে। চাল উৎপাদন মজুদকরণ এবং বিপণন ব্যবস্থায় থাইল্যান্ডের অভিজ্ঞতা আমরা কাজে লাগাতে পারি।

৪. ক্ষতিকর বিদেশি বীজ আমদানি বন্ধ, বিটি বেগুন, গোল্ডেন রাইসসহ বিতর্কিত জিএমও কৃষি প্রবর্তন বন্ধ করতে হবে। বীজ সার্বভৌমত্ব অর্জনে বিএডিসিকে আরও শক্তিশালী ও কার্যকর করতে হবে।

৫. পাটের ব্যবহার বাড়ানোর জন্য সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগে আমরা সাধুবাদ জানাই। পাটের সোনালী অতীত ফিরিয়ে আনতে বিশেষ বরাদ্দ দিতে হবে।

৬. কৃষি জমির অকৃষিখাতে ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

৭. কৃষক বাঁচাতে নদী ভাঙ্গন প্রতিরোধ এবং ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসনে বাজেট বরাদ্দ দিতে হবে।

৮. কৃষকদের জন্য কৃষি শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। এর ফলে আধুনিক কৃষি জলবায়ু পরিবর্তন প্রেক্ষাপটে করণীয় কৃষি সম্পর্কে কৃষকগণ ধারণা পাবেন।

আয়োজক সংগঠনসমূহ:

উপকূলীয় কৃষক সংস্থা, বাংলাদেশ মৎস্য শ্রমিক জোট, বাংলাদেশ কৃষক ফেডারেশন, বাংলাদেশ কৃষক ফেডারেশন (জাই), বাংলাদেশ ভূমিহীন সমিতি, বাংলাদশে কৃষি ফার্ম শ্রমিক ফেডারেশন, জাতীয় নারী কৃষক সংস্থা, বাংলাদেশ কিষাণী সভা, বাংলাদেশ আদিবাসী সমিতি, লেবার রিসোর্স সেন্টার, নলছিড়া পানি উন্নয়ন সমিতি, দিঘন সিআইজি, কেন্দ্রীয় কৃষক মৈত্রী,

যোগাযোগ:

১. মোস্তফা কামাল আকন্দ, মোবাইল: ০১৭১১৪৫৫৫৯১, ইমেইল: kamal@coastbd.net,

২. **সৈয়দ আমিনুল হক**, মোবাইল: ০১৭১৩৩২৮৮১৫, ইমেইল: aminul@coastbd.net

সচিবালয়: কোস্ট ট্রাস্ট, বাড়ি: ১৩, রোড়: ২, শ্যামলী, ১২০৭।
ই-মেইল: info@coastbd.net, ওয়েব: www.coastbd.net